প্রথম আলো

তারিখ ... 03 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদ অব্যাহত, আজ অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

আর ওই ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তাঁদের বিপথগামী করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি।

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালন ও মৌন মিছিল করে উপাচার্য মো. আমিনুল হক ভূঁইয়ার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত সরকার-সমর্থক শিক্ষক ফোরামের একটি অংশ। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা।

কর্মবিরতি শেষে বটস্পাসে মৌন মিছিল বের করেন আন্দোলনকারী অংশ 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ'। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। সেখানে আজ বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত উপাচার্য ভবনের সামনে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক উদ্দিনের সঞ্চালনায় অধ্যাপক মো. ইউনুছ, আবদুল গণি, সৈয়দ সামসুল আলম, মস্তাবুর রহমান ও আনোয়ারুল ইসলাম এবং সহকারী অধ্যাপক এমদাদুল হক প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য দেন।

এদিকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাতজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অন্যায় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। গত সোমবার রাতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তিন নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি এবং পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের চার কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় গতকাল সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন তিনি।

> ছাত্রলীগের ছেলেদের শাস্তি দেওয়াটা অন্যায়
>
> অধ্যাপক জাফর ইকবাল

জাফর ইকবাল এ সময় প্রশ্ন রেখে আরও বলেন, 'শিক্ষকদের ওপর কে হামলা করেছে? ছাত্রলীগের ছেলেরা? না। এরা তো ছাত্র, আমাদের ছাত্র। এত কম বয়সী ছেলে, এরা কী বোঝে? ওদের আপনি যা-ই বোঝাবেন; তা-ই বুঝবে। কাজেই আমি যখন দেখলাম যে তিনজন আর চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে, এখন আমার লিটারালি (আক্ষরিক অর্থে) ওদের জন্য মায়া লাগছে।'

ছাত্রলীগের এই নেতা-কর্মীদের যাঁরা বিপথগামী করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জাফর ইকবাল বলেন, 'এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে মিসগাইডেড করে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন তারাই বিপদে পড়েছে। ছাত্রত্ব বাতিল হবে, শাস্তি হবে। ওরা কী দোষ করেছে? কাজেই, এখন আমার খুবই খারাপ লাগছে। এই ছাত্রলীগের ছেলেদের শাস্তি দেওয়াটা একধরনের অন্যায়। যারা তাদের পাঠিয়েছে, তাদেরকে শাস্তি দেন।'

ছাত্রলীগ থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে—সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য প্রসঙ্গে জাফর ইকবাল বলেন, 'এরা আমাদের ছাত্র। এদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আমরা ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে, ওদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পারব। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আগাছা দূর করে দিতে। আমি বলি, না। আগাছাকে আমরা ফুলগাছে পরিণত করব। সম্ভব। আমাদের ছাত্র; আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আমরা ওদেরকে ঠিক করে দেব।'

১৩ প্রশাসনিক পদে নতুন নিয়োগ: বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, সহকারী প্রক্টরসহ ১৩টি প্রশাসনিক পদে নতুন নিয়োগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এসব পদের মধ্যে দুই ছাত্র হল ও দুই ছাত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় চারজনকে। এঁরা হলেন শিক্ষক মুহসিন আজিজ খান, শরদিন্দু ভট্টাচার্য, আমেনা পারভিন ও শরিফা ইয়াসমিন।

গত ২০ এপ্রিল উপাচার্যের বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে ৩৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।